ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 992-999
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.315

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে নারী: একটি সমীক্ষা

সাজনা খাতুন, *ছাত্রী, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 05.03.2026; Accepted: 22.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

According to Swami Vivekananda, female power (Shakti) is the focal point of all energy. This power is what the world needs most right now, whether in this country or abroad. This is only the beginning; in time, this feminine force will take on a majestic form across the entire world. In Swamiji's eyes, even a woman in prostitution was an embodiment of the Divine Mother (Mahamaya).

The core mantra of all his teachings was Atman-Tattva, or the awakening of the inherent divinity within humanity. He believed that both men and women have an equal right to attain this self-knowledge. He questioned: "If a man can become a knower of Brahman (Brahmagyani), why can't a woman?" He believed if even one woman attains such spiritual enlightenment, her brilliance will awaken thousands of others, leading to the welfare of the country and society.

Keywords: Shakti(power), Atman-Tattva (Self-knowledge), Equality, Mahamaya (Divine mother)

স্বামী বিবেকানন্দের নারীভাবনা ছিল বাস্তববাদী ও প্রগতিশীল। তিনি বলেন-"ভারতে মাতাই নারী-চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ।"[১] এই আদর্শকে সামনে রেখে ভারতীয় নারীকে জগৎমাতা রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন বিবেকানন্দ। এটিই তাঁর নারীশিক্ষা পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। স্বামীজির মতে, নারীশিক্ষাই নারী-বন্ধন মুক্তির কারণ হবে। এই বন্ধন কেবল আধ্যাত্মিক নয়; বরং মানসিক, পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক বহুবিধ বন্ধনও বটে। নারীকে কেবলমাত্র পুঁথিগত শিক্ষায় সমৃদ্ধ না করে, তার নিজের অন্তঃসত্তার আলোকিত অস্তিত্বকে লোকচক্ষুর সামনে আনতে চেয়েছেন বিবেকানন্দ- যেখানে নারীর শিক্ষা, সক্ষমতা, স্বাধীনতা ও স্বমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে- যা নিঃসন্দেহে এক বৈপ্লবিক চিন্তা-চেতনা।

বিবেকানন্দ বলেন- "জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই।"[২] নারীজাতির অভ্যুদয় অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষার ওপরেই নির্ভর করছে কোনও দেশের উন্নতি ও সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান। তাঁর মতে, ধর্ম বা শাশ্বত সনাতন আধ্যাত্মভিত্তিক ভারতীয় সংস্কৃতি থাকবে সেই অভ্যুদয়ের কেন্দ্রেবিন্দুতে। নারী জাতির অবস্থানের যে চিত্র আমরা বিবেকানন্দের দর্শনে পাই, তা আমি এই নিবন্ধে ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ করে তুলে ধরছি -

নারী সচেতনতা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের অভিমত:

সাধনপথের অন্তরায় বিবেচনা করে সন্ন্যাসিবৃন্দ চিরকাল নারীজাতিকে অবহেলা করে এসেছেন। যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেকানন্দ সেই অবহেলিত নারীজাতির কথা ভেবেছেন। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> "... এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।... সেজন্যই আমার স্ত্রী মঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ।"[৩]

প্রকৃতপক্ষে যদি নারী এবং পুরুষ উভয়েরই জীবন সমভাবে উন্নত না হয়, তবে দেশের বা জগতের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব নয়। একটা শিশু বস্তুতঃ তার মায়ের কোলেই বেড়ে ওঠে এবং মায়ের কাছেই প্রথম শিক্ষা পেয়ে থাকে। সুতরাং মা শিক্ষিত না হলে শিশু শিখবে কীভাবে – সে প্রশ্ন থেকে যায়।

তিনি পুরুষ ও নারী উভয়কে সমমর্যাদা দিতে চেয়েছেন। তাই তিনি বলেন,

> "আমরা স্ত্রীলোক্কে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল- আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।"[৪]

তৎকালীন সময় আমাদের দেশের নারীরা কতটা করুন অবস্থাতে ছিল, তাদের কি নজরে দেখা হত, তা উক্ত বর্ননায় খুবই স্পষ্ট। সেসময় নারীদেরকে বিভিন্ন রকম আচার অনুষ্ঠানে যেতে বাধা প্রদান করা হত, আচার অনুষ্ঠানের নামে ঘরে অবরুদ্ধ করে রাখা হত, পতি বিয়োগ নারীকে তার মৃত স্বামীর চিতায় নিক্ষেপ করা হত- নারীদের প্রতি এসকল মর্মান্তিক ঘটনা বিবেকানন্দের কোমল মনে বেদনার সৃষ্টি করে। সম্ভবত, তিনি ব্রত নেন নারী জাতিকে এই পাশবিক সমাজের কবল থেকে উদ্ধার এবং নারীজাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা কর্মে। তাই তো তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেন- "আমি পুরুষদের যা বলে থাকি, নারীদেরও ঠিক তা-ই বলব...।"[৫] বিবেকানন্দ আসলে নারী-পুরুষের কোনো বিভেদ করতে চাননি; নারীজাতিকে বসাতে চেয়েছেন পুরুষজাতির সমান মর্যাদাসম্পন্ন আসনে। একইভাবে বিবেকানন্দ ব্যবহারিক জগতের মতো আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। তাঁর নিজের ভাষায়- "আত্মাতে কি লিঙ্গভেদ আছে নাকি? দূরকর মেয়ে আর মদ্দ, সব আত্মা।" [৬]

বিবেকানন্দের বাণীতেই নারীর পূর্ণ স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিকতা জাগরণের মাধ্যমেই জগতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ বা পূর্ণ স্বাধীনতা তথা মুক্তি লাভ সম্ভব। আধ্যাত্মিকতার পূর্ণতা লাভ করাই হবে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য কেবল পুরুষের নয়; নারীরও। কেননা আত্মাতে নারী-পুরুষ বলে কিছু হয়না। আত্মা যে দেহ ধারন করে আমরা তাকে সেই আত্মা বলে সম্মোধন করি মাত্র; এর বেশি কিছু না। মূলতঃ স্ত্রী আত্মা বা পুরুষ আত্মা ভেদ করা যেমন অর্থহীন, তেমনি উদ্ভট-অবাঞ্ছিত।

শিক্ষা বিষয়ে বিবেকানন্দের অভিমত:

শিক্ষা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন–

> "কেবল শিক্ষকের মুখে উপদেশ শুনে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবনের সংস্পর্শে না আসলে প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয় না...ছাত্রের সম্মুখে থাকা চায় উচ্চতম শিক্ষকতার জীবন্ত আদর্শ।"[৭]

অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষার যাদুকরী শক্তি আছে এবং শিক্ষাই একমাত্র সব সমস্যার সমাধানে সক্ষম; কিন্তু সে শিক্ষা শুধু পাঠ্য পুস্তকের বা আক্ষরিক নয়। যে শিক্ষায় চরিত্রগঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, নিজের সিধান্ত নিজে নির্ধারণ করা যায়, আত্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, তাকেই তিনি প্রকৃত শিক্ষা বলতেন। অন্যভাবে বলা যায়- মানবের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ সাধনই হল শিক্ষা। এছাড়াও তিনি

বিশ্বাস করতেন, যে শিক্ষা জীবনে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখায়, অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয় না, সে-ই হল শিক্ষা।

স্বামী বিবেকানন্দ মানবকল্যানের জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই বলে মনে করতেন। কিন্তু তিনি শিক্ষা বলতে তৎকালীন পারম্পরিক শিক্ষাকে বোঝাননি, বরং তিনি এমন শিক্ষার কথা বলেছেন যা মানুষ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে পারে। অর্থাৎ, শিক্ষা হবে ব্যবহারিক ও যে শিক্ষার দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটবে। বিবেকানন্দের ভাষায়– "শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।"

নারী শিক্ষা বিষয়ে বিবেকানন্দের অভিমত:

যে সময় মানুষ নারী শিক্ষার উপর গুরুত্বই দিতেন না, সেই সময়ে তিনি নারীদের শিক্ষার প্রতি সচেতন হন। সে কারনেই তিনি বলেন-

> "নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, তাহারা যাহাতে নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে।"[৮]

নারীরা শুধুমাত্র সংসারিক কাজ কর্মে লিপ্ত থাকবে– এই ধারণাটি তখনকার দিনে জনমানসে বদ্ধ ছিল। নারী শিক্ষার এই অবস্থা দেখে তিনি হতবাক হতেন। ভারতবর্ষ একসময় নারীশিক্ষার জন্য প্রগতিমূলক পদ্ধতি প্রচলন করেছিল। যে বৈদিক ভারতে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও বুদ্ধিজীবী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেই ভারতেই নারীশিক্ষার ওপর কোনো গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল না। অথচ শিক্ষার সমূহ সংস্কার খুবই জরুরী। তাই তিনি বলেন, "তোমাদের মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দাও। তারপর তারাই বলবে, কোন জাতীয় সংস্কার তাদের পক্ষে দরকার।"[৯]

কিন্তু পরবর্তীকালে যখন পাশ্চাত্যে অনেক প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী নারীশিক্ষা সম্পর্কে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করতে শুরু করেন, তাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করেন এবং তিনি পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে নারী শিক্ষার উন্নতির ও নারীদের প্রগ্রতি দেখে মুগ্ধতা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি ভারতীয় নারীদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন যে, "আর জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের মতো আমাদের মেয়েরাও এ যোগ্যতা-লাভে সমর্থ।" [১০] বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে, নারীকে সুশিক্ষিত না করলে দেশের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। যেহেতু একজন শিশুর শিক্ষা তার মায়ের সান্নিধ্যেই সম্পন্ন হয়, তাই তার মা যদি শিক্ষিত না হয়, তাহলে শিশুরা শিক্ষিত হবে কী করে? সেজন্যই তিনি লিখেছেন– "আমাদের দেশের মেয়েরা বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন করুক, এ আমি খুবই চাই...।"[১১] স্বামীজি মনে করতেন, পুরুষ যদি ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে, তাহলে মেয়েরা হতে পারবে না কেন? তিনি মেয়েদের জন্য পাঠশালা খুলে তাদের মানুষ করতে বলেছেন। স্বয়ং তিনি নারীশিক্ষা বিকাশের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। সেই পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, নারীদের আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশের জন্য মঠ গড়ে তুলতে হবে এবং মঠের সঙ্গে থাকবে নারীশিক্ষার জন্য বিশেষ বিদ্যালয়। নারীশিক্ষার পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হবে ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ব্যকরণ, রান্না, সেলাইসহ মাতৃত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন পাঠ এবং সাংসারিক কাজকর্ম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়। নারীদের এই সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানে সহায়তা করবেন ব্রহ্মচারিণীরা। বিবেকানন্দ মনে করতেন, জাতি গঠনের জন্য সুশিক্ষিতা ও সুমাতা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। সেজন্য তিনি বলেন, "তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পারো? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।"[১২]

বিবেকানন্দ নারীশিক্ষার জন্য যে পরিকল্পনা করেছিলেন তার ভিত্তি ছিল সনাতন ধর্ম, নৈতিকতা, আজীবন ব্রত পালনের মতো ঐকান্তিত নিষ্ঠা। তাঁর কাছে আদর্শ হল- সীতা চরিত্র- যিনি অগ্নির মতো পবিত্র ও ভাস্বয়। তিনি বলেন–

> "সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নারীদের অপেক্ষা হিন্দুনারীগণ বেশি ধর্মশীলা ও আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্না। যদি আমরা চরিত্রের ঐ সকল সদগুন রক্ষা করিতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নারীদের বুদ্ধিবৃত্তির পুষ্টিসাধন করিতে পারি, তাহা হইলে ভবিষৎ হিন্দুনারী জগতের আদর্শস্থানীয়া হইবেন।"[১৩]

স্বামীজি ভারতীয় নারীকে জগৎমাতা রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং এটিই তাঁর নারীশিক্ষা পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। তাঁর মতে, শিক্ষাই নারীর বন্ধনে মুক্তির কারণ হবে। তিনি মনে করতেন, নারীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠবে ভবিষ্যৎ সমাজ। আদর্শ জননী ছাড়া আদর্শ সন্তান লাভ সম্ভব নয়। সেজন্য স্বামীজি বলেন,

> "ধর্মকে Centre (কেন্দ্র) করে রেখে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার করতে হবে। ধর্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষাটা Secondary (গৌণ) হবে। ধর্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন...নতুবা তার কাজে গলদ বেরোবেই।"[১৪]

এভাবে আদর্শ সন্তান হবে দেশের আদর্শ নাগরিক। তিনি মনে করেন, হৃদয়ের অন্তঃস্থিত পূর্ণতাকে পরিস্ফুট করাই হলো নারী শিক্ষার শেষ কথা। এই Man Making Mission -এ আগে মানুষ হতে হবে, তারপর নারী। দেশের কল্যাণের জন্য, প্রয়োজন বীর্যবান, তেজস্বী, বিশ্বাসী, চরিত্রবান, দায়িত্ববান মানুষের। তাঁরা জাতিপ্রথা, কলঙ্ক, সামাজিক অন্যায়, বৈষম্যেয় বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে; সৃষ্টি করবে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ। নারীকে হতে হবে নির্ভীক, সাবলম্বী; তাহলে তাঁর নারীত্ব, চরিত্র, শালীনতা, নম্রতা, ধৈর্য, কোমলতা ও চিন্তার স্বাধীনতার বিকাশ ঘটবে। স্বামীজি মনে করতেন নারীদের শিক্ষা দিলে তারাই প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা বলবেন। যদিও সমস্যার শেষ নেয়। তাই তিনি বলেন,

> "(নারীদের) অনেক সমস্যা আছে– সমস্যাগুলিও বড় গুরুতর। কিন্তু এমন একটিও সমস্যা নেই, 'শিক্ষা'– এই মন্ত্রবলে যার সমাধান না হতে পারে।"[১৫]

সেজন্য তিনি ব্রহ্মচারিনী তৈরি করতে চেয়েছিলেন Mass Education -এ সাহায্যে। তাছাড়া শিক্ষিতা বিধবা রমনীরাও এই দায়িত্ব নিতে পারবে। সে উদ্দেশ্য সাধনে বিবেকানন্দের মানসকন্যা মিস মার্গারেট নোবেল একআদর্শ শিক্ষিকার ভূমিকায় নারীশিক্ষায় কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। স্বামীজির ইচ্ছা ছিল ছোটো বেলা থেকে মেয়েদেরকে সাহসী, সাবলম্বী ও শিক্ষিত করে গড়ে তোলা হবে। প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে তারা ত্যাগী হয়ে সমাজের উন্নতিকল্পে ঝাঁপিয়ে পড়বে অথবা পতি নির্বাচন করে সংসারে প্রবেশ করবে। ফলে একদিকে যেমন তাঁরা সমাজকল্যাণে নিবেদিতা হয়ে উঠবে, অন্যদিকে হয়ে উঠবে বীর প্রসবিনী।

নারী শিক্ষা বিস্তারে বিবেকানন্দের বিবিধ পদক্ষেপ:

বিবেকানন্দ বলেন-

> "এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাৎ কেন যে করেছে, তা বোঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে তো বলেছে, একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। তোরা মেয়েদের নিন্দাই করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য কি করেছিস বল দেখি?"[১৬]

তিনি বিশ্বাস করতেন, নারী-পুরুষের জীবনের চরম লক্ষ্য হল পরম সত্য লাভ করা এবং সমস্ত রকম বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা। এহেন সত্যকে সামনে রেখে তিনি কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন- সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা গেল:

(ক) নারী মঠ:

বিবেকানন্দ বলেন,

> "…. মেয়েদের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে তাদের মানুষ করতে বলি। মেয়েরা মানুষ হলে তবে তো কালে তাদের সন্তান সন্ততির দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে– বিদ্যা, জ্ঞান, শক্তি, ভক্তি দেশে জেগে উঠবে।"[১৭]

এজন্য তিনি বেলুড় মঠের বিপরীতে একটি নারী মঠের পরিকল্পনা করেন, যেখানে একটি বালিকা বিদ্যালয় থাকার কথা তিনি বলেন। মঠের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব শুধুমাত্র মহিলাদের ওপর ন্যস্ত হবে। পুরুষের মঠে যেমন কেন্দ্রস্থলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবস্থান, রমণীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত মঠে তেমনই কেন্দ্রস্থলে থাকবেন শ্রী মা সারদামণি দেবী। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রহ্মচারিণী ওই মঠে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করবেন ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ শিক্ষায় নিজেকে শিক্ষিত করতে পারবেন।

স্বামীজী নারী শিক্ষাকে দুটি বিষয়ে ভাগ করেছেন– আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষা।

(খ) আধ্যাত্মিক শিক্ষা:

স্বামীজি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয় নারীরা আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে। তাই ধর্মকে কেন্দ্র করে নারী শিক্ষার বিস্তার করতে হবে, যেখানে ধর্মনিরপেক্ষ অন্য সমস্ত শিক্ষাই গৌণ। ধর্ম শিক্ষা, চরিত্র গঠন, শিশু পালন প্রভৃতির দিকে জোর দিতে হবে। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে স্বামীজী চেয়েছিলেন, তাঁর মঠে নারীরা সন্ন্যাসী জীবন পালন করবে। তাদের নিয়মিতভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলন করানো হবে এবং সংশ্লিষ্ট শাস্ত্র, সংগীত, সংস্কৃত, ব্যকরণ ইত্যাদি পড়ানো হবে। আধ্যাত্মিক শিক্ষা শেষে যদি কেউ মনে করেন যে তারা মঠে থেকে কাজ করবে, তাহলে তারা করতে পারেন।

এখন প্রশ্ন হল নারীরা মঠে কি কাজ করবেন? তারা মঠে কি কি কাজ করবেন সেই ব্যাপারে স্বামীজি একটি রূপরেখা তৈরি করেন। স্বামীজি মনে করেন, মঠে থাকার সিদ্ধান্ত নেবেন এসব ব্রহ্মচারিণীরাই; পরবর্তীকালে শিক্ষয়িত্রী এবং ধর্মপ্রচারক হবেন তারাই। এসব শিক্ষয়িত্রী কী কী কাজ করবে, স্বামীজী তারও একটা রূপরেখা নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি বলতেন এইসব ধর্ম প্রচারিকারা শহর এবং গ্রামে যাবেন। বিভিন্ন জায়গায় নারী শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করবে। সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির নারীদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারে ব্রতিনী হবেন। তারা দেশের প্রকৃত নারীশিক্ষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবেন।

(গ) দৈনন্দিন ব্যবহারিক শিক্ষা:

আধ্যাত্মিক শিক্ষার পাশাপাশি বিবেকানন্দ নারীদেরকে দৈনন্দিন কাজে লাগবে- এমন অনেক ব্যবহারিক শিক্ষার কথা বলেন। যেমন সেলাই, রান্না করা, ও সংসারী কাজকর্মের শিক্ষা প্রভৃতি। এই আকাক্ষা নিয়ে তিনি বলেন-

> "আমার জীবনে এই একমাত্র আকাক্ষা যে, … পুরুষ হউক আর নারীই হউক– নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য রচনা করিবে।"[১৮]

যারফলে নারীরা স্বনির্ভরশীল হয়ে উঠবে এবং সে তার নিজের বন্দোবস্ত নিজেই করতে পারবে। এরফলে পুরুষ ও নারীর মধ্যে ভেদাভেদ অনেকটাই কমবে বলে স্বামীজী মনে করতেন। সর্বোপরি, স্বামীজী নারীশিক্ষা বলতে কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার কথা বলেননি, বরং আধ্যাত্মিক ও সার্বিক বিকাশের কথা বলেন।

(ঘ) বৃত্তিগত ও কারিগরি শিক্ষা:

বিবেকানন্দ ছিলেন চরম বাস্তববাদী। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতবাসীর অর্থনৈতিক দুরবস্থার মূল কারনই হল দরিদ্রতা। তাঁর কাছে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে

প্রাথমিক শর্ত হলো দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করা। স্বামীজি মনে করতেন, দারিদ্র্যের মূল কারণই হলো শিক্ষার অভাব। তাই তিনি সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিগত ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের উপর জোর দেন।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, দেশের যেখানে মূলধনের অভাব এবং শ্রমের প্রাচুর্য দেখা যায়, সেখানে শ্রম শক্তিকে কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে সুশিক্ষিত করে তোলার দরকার। তিনি আরো মনে করতেন, দেশবাসীর সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার পরিচিত দরকার। তাঁর মতে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হল মানুষকে জীবন সংগ্রামের যোগ্য করে তোলা। তার জন্য চাই জীবনমুখী শিক্ষা। সেজন্য তিনি বলতেন, "মেয়েরা প্রত্যেকেই এমন কিছু শিখুক, যাতে প্রয়োজন হলে তাদের জীবিকা তারা অর্জন করতে পারে।"[১৯]

মোটকথা, কর্মে পটু করে তোলা বা দক্ষতা সৃষ্টি হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য। সেই জন্য দরকার বৃত্তিমুখী শিক্ষা। হাতে কলমে কাজ না করলে, শ্রমের প্রতি মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত না হলে, কেউ জীবন সংগ্রামের যোগ্য হবে না। তিনি মনে করেন একাজে নারী-পুরুষ উভয়কেই একযোগে এগিয়ে আসতে হবে, তা নাহলে দেশ বা জাতির সার্বিক কল্যান সম্ভব নয়। এজন্যই তিনি বলেন, "ভারত ও ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাস কর, তেজস্বিণী হও, আশায় বুক বাঁধো...।"[২০] এবার্তা ছিল ভারতীয় নারীদের প্রতি মুক্তির বার্তা। নারীশিক্ষা ও স্বাধীনতার অধিকারের বার্তা। নারীর আত্মপ্রকাশের বার্তা। তিনি বলতে চেয়েছেন, নারীকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল সবই শিখতে হবে। দাসত্বের কবল থেকে নারীজাতির উদ্ধারের জন্য নারীকে ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইংরেজি, বাংলা যেমন শিখতে হবে, তেমনি শিখতে হবে রন্ধনবিদ্যা, সূচিশিল্প, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সন্তান পরিচর্যাবিদ্যা প্রভতি। নারীদের শিখতে হবে সনাতনী ধর্মের আধ্যাত্মিকতার দৈনন্দিন অনুশীলন। বিবেকানন্দের ভাষায়– "...সব বিষয়ে (নারীদের) চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে।"[২১]

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন অতীতে যেসকল মহীয়সী নারী জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, আগামীদিনের ভারতীয় নারীরা তাদের মহত্ত্ব দিয়ে পূর্ববর্তীদের কীর্তিকে অতিক্রম করে যাবে। আগামীদিনের নারীর মধ্যে থাকবে দৃঢ় সংকল্প ও স্নেহময়ী কোমল মন। তারাই হবে পবিত্রতা, শক্তি ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রতীক। আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভই হবে তাদের জীবনের একমাত্র উদেশ্য। একসময় তাদের গর্ভে জন্ম নেবে সুসন্তান। স্বামীজীর মতে- "তাঁকে (নারীকে) অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রয়ী জগতে জন্মাবে।"[২২] এবং পরবর্তীতে সেই সকল শিশুরাই হয়ে উঠবে দেশের সভ্য নাগরিক ও বীর-সন্যাসী। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র পরিচালনায় মূলে থাকবে নারীর এক অভূতপূর্ব প্রভাব। তার ফলে থাকবে না নারী-পুরুষের দ্বন্দ্ব। বসস্তুতঃ স্বামীজী নারীদের এমন এক উন্নতমানের জীবন) ব্যবস্থার সমাধান দিয়েছেন- যা কেবল সংসার প্রতিপালন, কর্ম ব্যবস্থা, পুরুষ সম অধিকার আদায় নয়; বরং প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা দৃঢ় প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজের ভাগ্য নিজে নিজেই নির্ধারন করার মনোবল ও স্বাধীনতা– যার কেন্দ্রস্থল হল আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতার পথ বিকশিত হলেই নারী পূর্ণ স্বাধীনতা উপলব্ধি করতে পারবে; আর তখনই সে নিজের সব কর্মশক্তি ও ভালবাসা উৎসর্গ করতে পারবে মানবসেবায়। আর এখানেই বিবেকানন্দের নারী দর্শনের সার্থকতা। নারী আদর্শের প্রেক্ষিতে এই জগতে 'ভারত আবার শ্রেষ্ঠ আসন লবে'।

বিবেকানন্দের দর্শনে নারী শিক্ষার অবদান পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, নারী পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্য আবহমান কাল ধরে এ পর্যন্ত চলে আসছে তা তিনি মানতে রাজি ছিলেন না। তিনি বরাবরই তাঁর দর্শনে নারী-পুরুষের এক রূপতা ও সামঞ্জস্যতা আনার চেষ্টা যেমন করেছেন, তেমনি তার বাস্তবায়নেরও সর্বাধিক প্রচেষ্টা চালানোর প্রয়াস করেছেন; যা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে খুবই প্রাসঙ্গিক। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার চিরাচরিত প্রথায় দেখা যায় যে, রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন গৃহকর্তারা নারীদের এই বলে হেয় প্রতিপন্ন করেন যে- 'ও তুই

মেয়ে, তুই তো নারী, তুই আর কি পড়াশোনা করবি! তোর দ্বারা কি বা হবে; বরং তুই বিয়ে করে ঘর-সংসার সামলা' ইত্যাদি। আসলে এখনো বেশির ভাগ মানুষ মেয়েদেরকে একটা অপদার্থ বা অকর্মণ্য বলে পরিগণিত করেন। অথচ যদি ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় তাহলে এমন অনেক নারীর সন্ধান পাওয়া যাবে- যারা রাষ্ট্রপরিচালক থেকে শুরু করে মহাকাশবিজ্ঞানীর শিরোপাও অর্জন করেছেন বা করছেন। নারীদের ভিতরেও যে সামর্থ্য বা দক্ষতা বা সম্ভাবনা রয়েছে- এই কথাটা অনেকেই মানতে চায় না। কিন্তু আজকের আধুনিক যুগে নারীরা প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে, তাদের মধ্যেও অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু, এই রক্ষণশীল মনোভাব নারীদের সকল সম্ভবনাকে গলাটিপে হত্যা করে আসছে বহু কাল থেকে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ সোচ্চার হয়েছিলেন নারী শিক্ষার উন্নতি সাধন প্রকল্প নিয়ে। ব্যবহারিক থেকে আধ্যাত্মিক কোথাও বৈষম্য থাকতে পারে না নারী-পুরুষের- এ কথা স্বামীজি পদে পদে আমাদেরকে বলেছেন। বরং, এক্ষেত্রে সাধনার পথে দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনায় নারীকেই দিয়েছেন স্বামীজি এক সর্বোচ্চ স্থান। অথচ নারীরা অবহেলিত ও উপেক্ষিত সমগ্র বিশ্ব জুড়ে; শুধু তাই নয় বরং ভোগাকাঙ্খা ও উন্মত্ততার ভয়াবহতা আজও অব্যাহত। কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, পারিবারিক, সামাজিক, এমন কি আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রই সেই কালো ছায়া আজও বিরাজমান। নারীকে করা হয়েছে পণ্য ও বিনোদনের একমাত্র সামগ্রী। পুরুষের চোখে শ্রদ্ধেয়া হয়ে ওঠার পরিবর্তে তাকে সর্বাধিক আকর্ষণীয় হওয়ার প্রতিযোগিতায় নামানো হয়েছে। অথচ আমরা জানি, নারীদের যথাসম্মান না দিয়ে কোন জাতিই উন্নতি সাধন করতে পারেনা। এই বৈষম্য দূর করে নারীদের যথাযথ সম্মান ও আত্মপরিচিতির মধ্য দিয়ে স্বামীজি দেশ ও জাতির সর্বাধিক এবং সর্বাঙ্গ উন্নতি সাধন করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং, নারীদের সম্ভ্রম, আত্মপরিচয় ও স্বাধীনতার পুনঃস্থাপনে স্বামী বিবেকানন্দের নারী বিষয়ক আলোচনা বা দার্শনিক পর্যালোচনা আজকের দিনে বড়ই প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র:

১. নিত্যমুক্তানন্দ স্বামী (প্রকাশক)। দেববাণী, স্বামীজীর বাণী ও রচনা, চতুর্থ খণ্ড। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ-১৩৮২, পুনর্মুদ্রণ- April-2022, পৃ. ১৭৭।

২. লোকেশ্বরানন্দ স্বামী। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩০১-৩০২।

৩. বিবেকানন্দ, স্বামী। আমার ভারত অমর ভারত। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, প্রকাশক - স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। পুনর্মুদ্রণ নভেম্বর-১৯৮৮, পৃ. ৫৮।

৪. নিত্যমুক্তানন্দ, স্বামী। পত্রাবলী, স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ - ১৩৮৩, পুনর্মুদ্রণ- October- 2021, পৃ. ৩০৫।

৫. বিবেকানন্দ, স্বামী। আমার ভারত অমর ভারত। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

৬. তদেব, পৃ. ৫৭।

৭. সেন, পৃথ্বীরাজ। স্বামী বিবেকানন্দ জীবন ও দর্শন। অক্ষর বিন্যাস– শৈব্যা বুকস এন্ড লেজার, কলকাতা, প্রকাশক – সাহা অঈশি, তৃতীয় সংস্করণ - january 2015, , পৃ. ৪২৭-৪২৮ ।

৮. নিত্যমুক্তানন্দ স্বামী। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ-১৩৮০, পুনর্মুদ্রণ- April-2022, পৃ. ৩১১।

৯. বিবেকানন্দ, স্বামী। আমার ভারত অমর ভারত। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৯।

১০ নিত্যমুক্তানন্দ স্বামী। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১।

১১. বিবেকানন্দ, স্বামী। আমার ভারত অমর ভারত। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।
১২. নিত্যমুক্তানন্দ, স্বামী। পত্রাবলী, স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫।
১৩. নিত্যমুক্তানন্দ স্বামী (প্রকাশক)। প্রাচ্য নারী, স্বামীজীর বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করন-১৩৮১, পুনর্মুদ্রণ- May- 2022, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৃ. ৩০।
১৪. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী (সম্পা.)। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-২৯৪।
১৫. বিবেকানন্দ, স্বামী। আমার ভারত অমর ভারত। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
১৬. তদেব, পৃ. ৫৭ ।
১৭. তদেব, পৃ. ৫৮।
১৮. নিত্যমুক্তানন্দ, স্বামী। পত্রাবলী, স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৭ ।
১৯. বিবেকানন্দ, স্বামী। আমার ভারত অমর ভারত। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
২০. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী (সম্পা.)। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪।
২১. বিবেকানন্দ, স্বামী। আমার ভারত অমর ভারত। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
২২. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী (সম্পা.)। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২।